যুগান্তর

তারিখ: 20 APR
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম [illegible]

অভিযোগ সংসদীয় কমিটির

অধিকাংশ সহকারী গ্রন্থাগারিক জাল সনদে নিয়োগ

সংসদ রিপোর্টার

গ্রন্থাগারবিজ্ঞান বিষয়ে ডিপ্লোমাধারী বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহকারী গ্রন্থাগারিক পদে নিয়োগ পাওয়া অধিকাংশের সনদ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এমপিওভুক্তির আবেদন যাচাই-বাছাই করতে গিয়ে তাদের সনদ ভুয়া ও জাল বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। এসব সনদ যাচাই-বাছাই করে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি। রোববার জাতীয় সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত কমিটির বৈঠকে এ সুপারিশ করা হয়। কমিটির সভাপতি মো. আফছারুল আমীন এতে সভাপতিত্ব করেন। বৈঠকে কমিটি সদস্য শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, গোলাম মোস্তফা, এসএম আবুল কালাম আজাদ, মোহা. মামুনুর রশিদ ও সেলিনা আক্তার বানু উপস্থিত ছিলেন। কমিটি সূত্র জানায়, বিতর্কিত দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের অবৈধ শাখাসহ বিভিন্ন ভুঁইফোড় প্রতিষ্ঠান থেকে সনদ নিয়ে কয়েক হাজার সহকারী গ্রন্থাগারিক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকরি নেন। অনেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জাল সনদ সংগ্রহ করেও চাকরি নেন। কিন্তু এমপিওভুক্তির আবেদনের সময় দেখা যায়, অধিকাংশের সনদ স্বীকৃত পাওয়া প্রতিষ্ঠানের নয়। ফলে তাদের এমপিওভুক্তি বন্ধ করে দেয় সরকার। এ নিয়ে ২০১৩ সালে কয়েক মাস ধরে আন্দোলন করেন এসব গ্রন্থাগারিক। এরপর মন্ত্রণালয় ও মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) দফায় দফায় বৈঠক করে বিগত সরকারের শেষ সময়ে এসে শর্তসাপেক্ষে তাদের এমপিওভুক্তির দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। বৈঠক সূত্র জানায়, বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী গ্রন্থাগারিকদের এমপিওভুক্তির অগ্রগতি জানতে চান একজন সদস্য। পরে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ভুয়া সনদধারীদের কোনোভাবেই এমপিওভুক্ত করা হবে না। আর ২০১৩ সালের জানুয়ারির আগে নিয়োগ পাওয়াদের মধ্যে যাদের গ্রন্থাগারবিজ্ঞান বিষয়ে ডিপ্লোমা সনদ সঠিক, কিন্তু প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) অনুমোদিত নয়, তাদের শর্তসাপেক্ষে এমপিওভুক্ত করা হচ্ছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইউজিসি অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান থেকে নতুন সনদ না জমা দিলে তাদের এ সুবিধা বাতিল হবে।